ইত্তেফাক

23/3/80

038

উত্তর কোরিয়ায় শিশু শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা

উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মহান নেতা কিম ইল সুং কোরিয়ার একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার জন্য অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত দেশের শিশুদের গড়িয়া তুলিতেছেন। তিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিক নির্দেশক। শিশুদেরকে দেশ ও বিপ্লবের প্রকৃত সৈনিকরূপে গড়িয়া তোলার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছেন।

শিক্ষায় মহা সড়ক

প্রেসিডেন্ট কিম ইল সুং বলেন ঃ বর্তমানের শিশুরাই দেশের ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে এবং ইহারাই বিপ্লবী আদর্শের উত্তরসুরী। প্রকৃত প্রস্তাবে বর্তমানের এই শিশুদেরকে লালন পালনের উপরই দেশের ও বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

প্রেসিডেন্ট কিম হিল সুং জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই চলাকালে বহু বিপ্লবী স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং বিনা বেতনে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের সকল শিশু ও কিশোরকে শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে থাকেন। তিনি অসংখ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। শুধু তাহাই নহে একটি নয়া সমাজের গোড়া পত্তনের জন্য প্রেসিডেন্ট কিম ইল সুং একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেন। পরবর্তী কালে কোরিয়ার ঐ শিক্ষা গোটা বিশ্বের নিকট আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য হয়।

এ সময় তিনি অত্যাধুনিক সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক ১১ বছর মেয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকেন। ৬ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হন এবং দেশের বিভিন্ন এলাকার ৪০টিরও বেশী স্কুলে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ৬ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ইহার এক বৎসর পর তিনি পরীক্ষামূলক ক্লাশগুলি সংগঠিত করিতে থাকেন এবং এইসব ক্লাশ পরিচালনায় নিয়োজিত শিক্ষকদের তলব করিয়া ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের সহিত বিভিন্ন শিক্ষা সমস্যা লইয়া আলাপ-আলোচনা করেন। অতঃপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হইয়া তিনি নিজে এই বাধ্যতামূলক শিক্ষার রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দান করিতে থাকেন।

এই শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রবর্তনের পর পিয়ং ইয়ং এর তাইডোংমান প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রদের খাতাপত্র, শ্লেট-পেন্সিল ও আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র পরিদর্শন করেন এবং প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে

(৩য় পৃঃ দঃ)

শিশু শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা

(৩য় পৃঃ পর)

উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাবলী নিরসনের জন্য শিক্ষকদের পরামর্শ দেন।

তিন দশক পূর্বের এক কাহিনী

১৯৪৫ সনের অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট কিম ইল সুং দক্ষিণ পিয়ং ইয়ং প্রদেশের তাইডোংএর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গমন করেন; সেখানে ঐ স্কুলের একটি শ্রেণীকক্ষে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায় মিলিত হন। উল্লেখ্য, তখনকার দিনে ঐ প্রদেশে গুটিকতক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল বটে। কিন্তু কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না।

তখন গোটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত নাজুক। সমবেত জনসাধারণের মধ্য হইতে একজন কৃষক ঐ এলাকায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট প্রস্তাব পেশ করিলে প্রেসিডেন্ট ঐ অঞ্চলে স্কুল হিসাবে ব্যবহারোপযোগী একটি ভবন পড়িয়া আছে জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ উহা পরিদর্শনে যান। ভবন পরিদর্শনের পর ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদেরকে নিজেদের গরজে এবং প্রচেষ্টায় ভবনটিকে অবিলম্বে একটি মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করার নির্দেশ দেন। জনসাধারণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল একমাসেরও কম সময়ের মধ্যে হাতে হাতে পাওয়া গেল। ঐ ভবনটি একটি স্কুলে রূপান্তরিত হইল। ঐ স্কুল উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুতকৃত কাগজপত্র প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করার জন্য কতিপয় শিক্ষক পিয়ং ইয়ং গমন করিলে প্রেসিডেন্ট 'অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার' সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা জানাইয়া শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহাদেরকে পরামর্শ দান করেন। শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট বলিলেন, 'এই শিশুদের সাফল্যজনকভাবে গড়িয়া তোলার নিমিত্ত তাহাদেরকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করিয়া তুলুন। সুষ্ঠু নৈতিক বিকাশ আর শক্ত শারীরিক গঠনের ব্যাপারে তাহাদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন। কেননা প্রসারিত জ্ঞান মহৎ গুণাবলী এবং উন্নত স্বাস্থ্য শিশু শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমাদের শিশু-কিশোররা এই তিনটি গুণাবলী ধারণ করিলেই দেশ উন্নত হইবে, অন্যথায় নহে।

অতঃপর প্রেসিডেন্ট ঐ স্কুলের নামকরণ করিলেন 'উন্নতির ত্রয়ী লক্ষ্য --মাধ্যমিক স্কুল। এই স্কুল জ্ঞানবান, মহৎ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছাত্র-ছাত্রী তৈরী করিবে, এমতআশায় কিম ইল সুং স্কুলটির ঐ নামকরণ করেন।

(আগামীকাল সমাপ্য)